মেহেরপুরে দুই বছরে হয়নি মঞ্চ নাটক

মেহেরপুরে দুই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে মঞ্চ নাটক। জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক পালাবদলে মেহেরপুরে শিল্প সংস্কৃতিতেও প্রভাব পড়েছে। সরকারি নির্দেশনায় জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ‘বন্দী’ নামের একটি নাটক মঞ্চায়ন হয়েছিলো ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে সেই নাটকটি মঞ্চায়িত হয়েছে স্থানীয় নতুন শিল্পিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে। এর বাইরে শিল্পকলা বা অন্য কোন সাংস্কৃতিক সংগঠণ গেল দুই বছরে মেহেরপুরে কোন নাটক মঞ্চায়ন করেনি।

জুলাই আন্দোলনের পরে শিল্পকলা একাডেমির নতুন কমিটি গঠণ হয়নি। এছাড়া আওয়ামী ঘরানার শিল্পিরাও গা ঢাকা দিয়েছেন। ফলে নাটকসহ সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তবে আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে মেহেরপুর থিয়েটার নামের একটি সংগঠণ একটি নাটক মঞ্চায়ণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর থিয়েটারের যুগ্ম আহবায়ক ও নাট্যশিল্পি আলী রেজা বিছু জানান, তাঁর পরিচালনায় লালন ফকির নামের একটি নাটক মঞ্চায়নের প্রস্তুতি চলছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থিয়েটার ক্লাবে নাটকটি মঞ্চায়নের লক্ষে রিহার্সাল করা হচ্ছে। আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে লালন ফকিরের তিরোধান দিবসকে কেন্দ্র করে নাটকটি মঞ্চায়নের প্রস্তুতি চলছে।

আলী রেজা বিছু বলেন, দুই বছর যাবৎ নাটকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রয়েছে। শিল্পকলাও থেকেও কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শিল্প সংস্কৃতি অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

তবে, আওয়ামী ঘরানার কয়েকজন সাংস্কৃতিক সংগঠক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তাদের শিল্পকলা একাডেমি এলাকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে কারণে তারা এ ধরণের কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারেন না। তবে কারা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এ প্রশ্নের কোন জবাব তারা দেননি।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল কর্মকর্তা সুজন রহমান বলেন, জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের

কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেন্দ্রিয় কোন কর্মসূচি না থাকায় কোন নাটক মঞ্চায়ন হচ্ছে না।

তবে সাধারণ কার্যক্রম যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, তবলা, অঙ্কন প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। আবৃতি ও নাটক প্রশিক্ষক জুলাই আন্দোলনের পর পদত্যাগ করায় এ দুটি প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে।

আওয়ামী ঘরানার সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তিনি বলেন, এ ধরণের কোন কথা ও বা নির্দেশনা কখনো দেওয়া হয়নি। তাদের নিজেরায় আসেন না।

কনকনে শীতে স্থবির মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা জনজীবন

পৌষের হাড়কাঁপানো শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার স্বাভাবিক জনজীবন। জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সন্ধ্যা নামলেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ।

ভোর পর্যন্ত কুয়াশা আর উত্তরের হিমেল বাতাসে জনদুর্ভোগ বেড়েছে কয়েকগুণ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দেখা মিললেও তাতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে না। ফলে খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না সাধারণ মানুষ। ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক কাজকর্ম।

সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন খেটে-খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষজন।

শহরের ইজিবাইক চালক সোহেল রানা বলেন, ‘সড়কে মানুষের চলাচল কমেছে। যাত্রী নেই খুব একটা। ঠাণ্ডা বাতাসে গাড়ি চালানো যাচ্ছে না।’

কৃষি শ্রমিক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘তীব্র শীতের সকালে কাজ করা সম্ভব

হচ্ছে না। হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা। কৃষিকাজে ভাটা পড়েছে।’

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান বলেন, ‘শুক্রবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল শতকরা ৯৫ ভাগ। সপ্তাহজুড়ে তাপমাত্রা পরিস্থিতি এমনই থাকতে পারে।’